মেহেরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সদস্য পদ থেকে দুই সাংবাদিকের পদত্যাগ

মেহেরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সদস্য পদ থেকে দুই সাংবাদিক পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগ নেওয়া সাংবাদিকরা হলেন দৈনিক মাথাভাঙা পত্রিকার মোঃ হামিদুল ইসলাম এবং মেহেরপুর প্রতিদিনের বারাদী প্রতিনিধি মোঃ সাইফুল ইসলাম বাবু।

জানা গেছে, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে মেহেরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সদস্য পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ নিয়েছেন। দু’জনই নিজেদের ফেসবুক আইডিতে স্ট্যাটাসের মাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ করেন।

পাশাপাশি, তাদের পদত্যাগ পত্রের একটি অনুলিপি মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে জমা দিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করলেন ব্যারিস্টার কাজল

কোটচাঁদপুরে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রার্থী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল।

শনিবার সকাল ১১টায় কোটচাঁদপুর উপজেলার পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, “আমি

আপনাদেরই সন্তান। ১৯৮৬ সালে মহেশপুর হাইস্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৮৮ সালে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে এইচএসসি এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি। আমি একজন কূটনীতিক। ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে দ্বিতীয় সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

২০২০ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পরপর তিনবার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। বর্তমানে আমি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি। ফ্যাসিবাদী আমলে ডিবি অফিসে চারদিন রিমান্ডসহ কারাভোগ করেছি। আমি মহেশপুর উপজেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

বর্তমানে আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এবং বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি যদি দলের মনোনয়ন পাই, তবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো। দলের বাইরে কোনো নির্বাচন করার মনোভাব নেই।

তিনি আরও বলেন, “যদি ধানের শীষ প্রতীক পেয়ে নির্বাচিত হই, তাহলে অবহেলিত ঝিনাইদহ-৩ আসনের কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলার জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে কাজ করবো। খাদ্য, বসবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেব। কোনো দূর্নীতি, চাঁদাবাজ বা সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমার পিতা একজন পৌরসভার সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি আদর্শ পিতার সন্তান। আমার দুই কন্যা সন্তান রয়েছে, একজনের ব্যারিস্টারি পড়া শেষ পর্যায়ে। আমি দলের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করেছি বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে। আমার সন্তানও পিতার আদর্শে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দলের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করবে, ইনশাআল্লাহ। এখানে অনেকেই দলের মনোনয়ন চাচ্ছেন। আমি যদি দলের মনোনয়ন না পাই, তাহলে যিনি পাবেন, তার পক্ষে কাজ করবো।”

দর্শনায় সাংবাদিক চঞ্চল মেহেমুদকে শারিরীক নির্যাতন করায় প্রতিবাদ সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পরিকল্পিতভাবে সাংবাদিকের ওপর ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে। দৈনিক পশ্চিমঅঞ্চল এর সংবাদকর্মী ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি চঞ্চল মেহেমুদকে কৌশলে ডেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন ও অপমান করা হয়। এ ঘটনায় সাংবাদিক সমাজে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে।

সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে ডায়াপ্যাথ কোম্পানির সাবেক প্রধান নির্বাহী মো. বজলুর রহমানের কাছে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মো. মহিদ জোয়ার্দারের ইন্ধনে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ হামলা চালানো হয়। সেখানে সাংবাদিক চঞ্চল মেহেমুদকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করা হয়।

এ মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে এক জরুরি সভা বসে। প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার জানানো হয়। সর্বসম্মতিক্রমে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমনে,র সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ওসমান আলী, জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, রাজিব মল্লিক ওয়াসিম রয়েল, সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, আব্দুল হান্নান, ইমতিয়াজ রয়েল, সাব্বির আলীম, ফরহাদ হোসেনসহ অনেকেই।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন সাংবাদিকরা জাতির দর্পণ। সমাজের অসঙ্গতি, দুর্নীতি ও অন্যায়কে তুলে ধরতে গিয়ে বারবার আক্রমণের শিকার হচ্ছেন তারা। কিন্তু কলমের শক্তিকে রুখে দেওয়া যায় না। চঞ্চল মেহেমুদের ওপর হামলা কেবল একজন ব্যক্তির ওপর আক্রমণ নয়, বরং গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের নোংরা প্রয়াস।

সভায় বক্তারা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সাংবাদিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ। কোনো ষড়যন্ত্র বা হামলায় তারা দমে যাবে না। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা না হলে আরো কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

যারা জুয়া খেলছে তাদেরকেও আটক করা হবে

অনলাইন জুয়ার কারণে সার্বিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেশের নাগরিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। সারাদিন পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছেন তারা আরও কিছু অর্থনৈতিক উন্নতির আশায় এই জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করলে যা উপার্জন করেছে সেটাও চলে যায়।

বিগত এসপি সাহেবের সময় যারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিল তাদের বেশ কিছু হয়তো ১৫০০টিরও অধিক সিম জব্দ করা হয়েছে। যেহেতু এটি অনলাইন ভিত্তিক, সাইটগুলো বন্ধ করলেও আবার চালু করে তারা।

এ ব্যাপারে আমি বিটিআরসির সাথে কথা বলবো, কিংবা যার যার সাথে কথা বলা লাগে আমি বলবো যাতে এই সাইটগুলো ডাউন করা যায় কিনা। যেমনি ভাবে পর্ন সাইটগুলো বন্ধ করা হয়েছে, একই পদ্ধতিতে যদি জুয়ার সাইটগুলো বন্ধ করা যায় আমি সে বিষয়ে দেখবো।

আরেকটি কাজ হলো যারা খেলছে তাদের আটক করা। বিত্তবান জুয়ারীদের আটক করা সম্ভব তাদের আটক করে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাবে যাতে তারা আর খেলতে না পারে। এই কাজও করা হবে। যারা খেলছে তাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে দেখা যাক। শুরু করেছি, এসেছি, যাওয়ার আগে যাতে আপনাদের বলে যেতে পারি কিছু করেছি।

আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যালেয়র সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুরের সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এসকল কথা বলেন নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

তিনি আরো বলেন, ২৮ তারিখ থেকে শারদীয় দুর্গা পূজা শুরু হচ্ছে। মেহেরপুরে ৩৯টি পূজা মণ্ডপ আছে। প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপেই রাত্রিকালীন টহল হয়। কাল থেকেই এই টহল আরও জোরদার করা হবে।

প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপ কমিটির সাথে কথা হয়েছে, আমিও জেলা পূজা মণ্ডপগুলো পরিদর্শন করে এসেছি। আমার অফিসাররাও প্রত্যেকদিন যাচ্ছেন।

আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে, পূজা যেন সুন্দরভাবে কোনো রকম বিঘ্ন ছাড়া সম্পন্ন করা যায়। আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার সর্বোচ্চ প্রদর্শন করা হবে।

অনলাইন তথ্য বিভ্রাটের মাধ্যমে ভুল তথ্য প্রদান করে গুজব ছড়িয়ে যদি কেউ কোনো ধরনের নাশকতা করার চেষ্টা করে, তখনই আমাকে জানাবেন। ভুল তথ্য ছড়িয়ে যাওয়ার আগে যেন আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারি। আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে এবারে পূজা সুন্দরভাবে সফলভাবে সম্পন্ন করব।

মতবিনিময় সভায় মেহেরপুরের সমসাময়িক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা করেন জেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম, ডিবি ওসি শিমুল কুমার দাস, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন, গাংনী থানার ওসি মোঃ বানী ইসরাইল প্রমুখ।

সকলের ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে এবারের পূজা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করব

২৮ তারিখ থেকে শারদীয় দুর্গা পূজা শুরু হচ্ছে। মেহেরপুরে ৩৯টি পূজা মণ্ডপ আছে। প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপেই রাত্রিকালীন টহল হয়। কাল থেকেই এই টহল আরও জোরদার করা হবে।

প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপ কমিটির সাথে কথা হয়েছে, আমিও জেলা পূজা মণ্ডপগুলো পরিদর্শন করে এসেছি। আমার অফিসাররাও প্রত্যেকদিন যাচ্ছেন।

আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে, পূজা যেন সুন্দরভাবে কোনো রকম বিঘ্ন ছাড়া সম্পন্ন করা যায়। আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার সর্বোচ্চ প্রদর্শন করা হবে।

অনলাইন তথ্য বিভ্রাটের মাধ্যমে ভুল তথ্য প্রদান করে গুজব ছড়িয়ে যদি কেউ কোনো ধরনের নাশকতা করার চেষ্টা করে, তখনই আমাকে জানাবেন। ভুল তথ্য ছড়িয়ে যাওয়ার আগে যেন আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারি। আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে এবারে পূজা সুন্দরভাবে সফলভাবে সম্পন্ন করব।

আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যালেয়র সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুরের সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এসকল কথা বলেন নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

তিনি আরো বলেন, অনলাইন জুয়ার কারণে সার্বিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেশের নাগরিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। সারাদিন পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছেন তারা আরও কিছু অর্থনৈতিক উন্নতির আশায় এই জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করলে যা উপার্জন করেছে সেটাও চলে যায়।

বিগত এসপি সাহেবের সময় যারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিল তাদের বেশ কিছু হয়তো ১৫০০টিরও অধিক সিম জব্দ করা হয়েছে। যেহেতু এটি অনলাইন ভিত্তিক, সাইটগুলো বন্ধ করলেও আবার চালু করে তারা।

এ ব্যাপারে আমি বিটিআরসির সাথে কথা বলবো, কিংবা যার যার সাথে

কথা বলা লাগে আমি বলবো যাতে এই সাইটগুলো ডাউন করা যায় কিনা। যেমনি ভাবে পর্ন সাইটগুলো বন্ধ করা হয়েছে, একই পদ্ধতিতে যদি জুয়ার সাইটগুলো বন্ধ করা যায় আমি সে বিষয়ে দেখবো।

আরেকটি কাজ হলো যারা খেলছে তাদের আটক করা। বিত্তবান জুয়ারীদের আটক করা সম্ভব তাদের আটক করে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাবে যাতে তারা আর খেলতে না পারে। এই কাজও করা হবে। যারা খেলছে তাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে দেখা যাক। শুরু করেছি, এসেছি; যাওয়ার আগে আপনাদের জানিয়ে গেলাম।

মতবিনিময় সভায় মেহেরপুরের সমসাময়িক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা করেন জেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম, ডিবি ওসি শিমুল কুমার দাস, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন, গাংনী থানার ওসি মোঃ বানী ইসরাইল প্রমুখ।

সাংবাদিক আইয়ুবের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে নরসিংদীর যমুনা টিভির স্টাফ রিপোর্টার আইয়ুব খান সরকারের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় দর্শনা প্রেসক্লাব ভবনে এ প্রতিবাদ সভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল। বক্তব্য রাখেন দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মোঃ আওয়াল হোসেন, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি মোঃ জাহিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল প্রমুখ।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার নরসিংদীর যমুনা টিভির স্টাফ রিপোর্টার আইয়ুব খান সরকার বিএনপি-র দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় সকাল থেকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অবস্থান করছিলেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আলোকবালি ইউনিয়ন বিএনপির বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক কাইউয়ুমের সমর্থকরা লাঠিসোটা দিয়ে তাকে উপর্যুপরি আঘাত করলে মাথা ফেটে গুরুতর আহত হন তিনি।

এ ঘটনার পর শুক্রবার রাত ৭টায় দর্শনা প্রেসক্লাবে জরুরি প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামীকাল শনিবার বেলা ১১টায় দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ ঘটনার প্রতিবাদ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিবাদ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মোঃ আওয়াল হোসেন, সাবেক সভাপতি মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, ইমতিয়াজ রয়েল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মাহমুদ হাসান রনি, আব্দুল হান্নান, রিফাত রহমান, শ্রী শুকমল বাধন, ওয়াসিম রয়েল, রাজিব আহমেদ, সাব্বির আলিম প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

দামুড়হুদায় সাংবাদিককে প্রাণ নাশের হুমকি, প্রেসক্লাবে

জরুরি সভায় নিন্দা জ্ঞাপন ও শাস্তির দাবী

দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামের জুয়ার আসরের বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশের পর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজকে মোবাইলে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জরুরি সভায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে অপরাধীর শাস্তির দাবী করেছে প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ সহ সকল সদস্যবৃন্দ।

জানা গেছে, গত রোববার দৈনিক মাথাভাঙ্গা সহ কয়েকটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় দামুড়হুদার ডুগডুগির জমজমাট জুয়ার আসরের বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদ প্রকাশের পর জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা আসাদুজ্জামান আসাদ মোবাইলে সাংবাদিক মিরাজকে প্রাণ নাশের হুমকি ধামকি দেয়। বিষয়টা প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ কে অবগত করা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর রাতে দামুড়হুদা প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানার একটি জিডি করা হয়। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় প্রেসক্লাবে জরুরি সভার আহ্বান করা হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ এর সভাপতিত্বে জরুরি সভায় সাংবাদিক মিরাজকে প্রাণ নাশের হুমকি দাতা জুয়া চক্রের হোতা আসাদুজ্জামান আসাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করে ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে সকল সদস্যবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বীন ফয়সাল তানজির, প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, নির্বাহী সদস্য তাছির আহমেদ, হাবিবুর রহমান,দামুড়হুদা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি মোজাম্মেল শিশির, সাধারণ সম্পাদক শাহাজালাল বাবু, প্রেসক্লাবের সদস্য হেলাল উদ্দিন, আরিফুল ইসলাম মিলন, শেখ হাতেম আলী, আল সাফায়েত হোসেন প্রমুখ। জরুরি সভা শেষে দামুড়হুদা প্রেসক্লাব/সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ দামুড়হুদা মডেল থানার (ওসি) মো হুমায়ুন কবির এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। ওসি মোঃ হুমায়ুন কবির বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দেন।

দামুড়হুদার ডুগডুগিতে জুয়ার আসরের সংবাদপ্রকাশের জেরে সাংবাদিক কে হুমকি

দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে জুয়ার আসরের বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশের পর দৈনিক মাথাভাঙ্গার দামুড়হুদা প্রতিনিধিকে মোবাইলে হত্যার হুমকি প্রদান করেছেন জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা মাদকাসক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ।

অভিযুক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের মৃত ফকির মাহমুদের ছেলে ও জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা।

জানা গেছে, গতকাল রোববার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে জমজমাট জুয়ার আসর বসানো হচ্ছে এমন বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশ হয়। এরপরই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা মাদকাসক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ। এরই জের ধরে গতকাল রোববার দুপুরে ০১৯৪৬২৭৯৭৯০ নাম্বার থেকে কল করে আসাদুজ্জামান আসাদ সাংবাদিক কে হত্যার হুমকি প্রদান করে বলেন তোকে কোপানোর জন্য লোকজন ঠিক করা হ’য়েছে। দামুড়হুদা চৌরাস্তায় ফেলে তোকে কোপাবো।

এছাড়াও আজেবাজে ভাবে বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করেন। এমতাবস্থায় নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে সাংবাদিকসহ তার পরিবার। বিষয়টি নিয়ে আইনগত পদক্ষেপ নিবেন বলেও জানিয়েছেন ভুক্তভোগী সাংবাদিক।

তিন মাসের মধ্যে মেহেরপুরে

সাক্ষরতার হার শতভাগ নিশ্চিত করা হবে

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সঙ্গে জেলার কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভা গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর যেমন আপনাদের, তেমন আমারও। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি এবং অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাংবাদিকরা অনলাইন জুয়া, কৃষিক্ষেত্রে দুর্নীতি, শহরের ভেতর ট্রাক চলাচল, বাল্যবিবাহ, তথ্য প্রাপ্তিতে অসুবিধা, সরকারি হাসপাতাল ও সিভিল সার্জন অফিসের দুর্নীতি, ক্লিনিক ও ল্যাবের স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের অবনতি এবং সার নিয়ে অনিয়মের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি আরো বলেন, তিনি বলেন, আমি জানি না কতদিন এখানে থাকব, কিন্তু আমি চাই মেহেরপুরের উন্নয়নে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে।

জেলা প্রশাসক জানান, শিক্ষার হার বাড়াতে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মেহেরপুরের শতভাগ মানুষকে অন্তত স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, শহরে দিনের বেলায় ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, কৃষিক্ষেত্রে সার অতিরিক্ত দামে বিক্রি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে এবং ডিসি ইকোপার্ক, শিল্পকলা একাডেমি ও ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু হবে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন অরন্য, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, দৈনিক কাল বেলার জেলা প্রতিনিধি রাফি, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ, বাসস জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সঙ্গে জেলার কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভা আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর যেমন আপনাদের, তেমন আমারও। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি এবং অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাংবাদিকরা অনলাইন জুয়া, কৃষিক্ষেত্রে দুর্নীতি, শহরের ভেতর ট্রাক চলাচল, বাল্যবিবাহ, তথ্য প্রাপ্তিতে অসুবিধা, সরকারি হাসপাতাল ও সিভিল সার্জন অফিসের দুর্নীতি, ক্লিনিক ও ল্যাবের স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের অবনতি এবং সার নিয়ে অনিয়মের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি আরো বলেন, তিনি বলেন, আমি জানি না কতদিন এখানে থাকব, কিন্তু আমি চাই মেহেরপুরের উন্নয়নে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে।

জেলা প্রশাসক জানান, শিক্ষার হার বাড়াতে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মেহেরপুরের শতভাগ মানুষকে অন্তত স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, শহরে দিনের বেলায় ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, কৃষিক্ষেত্রে সার অতিরিক্ত দামে বিক্রি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে এবং ডিসি ইকোপার্ক, শিল্পকলা একাডেমি ও ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু হবে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক,দৈনিক কাল বেলার জেলা প্রতিনিধি রাফি, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ, বিএসএস এস জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।